গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি

Association for Protection of Democratic Rights (APDR)

18, Madan Baral Lane. Kolkata 700 012 PHONE : 033 2237 6459

বিবৃতি

আজ থেকে ৩৫ বছর আগে ভারতের তদানীন্তন সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমস্ত মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। আজ কি পশ্চিমবঙ্গে তারই অঘোষিত পুনরাবৃত্তিই আমরা প্রত্যক্ষ করছি?

এই মুহূর্তে এক দিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে 'অপারেশন গ্রীন হান্ট'-এ দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে, তাদের জীবন-জীবিকাকে আরো বেশি বিপন্ন করে দিয়ে সেখানকার বিপুল খনিজসম্পদকে দেশি- বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দেবার বিরুদ্ধে গড়ে-ওঠা সমস্ত ধরনের আন্দোলন ও প্রতিরোধকে গায়ের জোরে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য। অন্য দিকে ক্ষমতামদমত্ত রাষ্ট্র সশস্ত্র প্রতিরোধ 'দমন' করার নামে ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক কালা কানুন জারি ও কার্যকর করেই শুধু ক্ষান্ত হচ্ছে না, এসবের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদকে ভয় দেখিয়ে ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে স্তব্ধ করে দেবার জন্য নির্লজ্জভাবে যাকে খুশি, এমনকি গণতান্ত্রিক ও অধিকার আন্দোলনের কর্মীদেরও হয়রান ও গ্রেপ্তার করছে, প্রতিবাদের ন্যূনতম অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিচ্ছে।

এই পটভুমিকাতেই পুলিশ সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী ও একটি মহিলা সংগঠনের কর্মী দেবলীনা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বেআইনি কাজের জন্য প্রকাশ্যে সংবাদমাধ্যমে অভিযোগ তুলে তাকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়েছে। এর বিরুদ্ধে দেবলীনা সঠিকভাবেই প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এবং শূন্যগর্ভ পুলিশি অভিযোগের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য কলকাতায় কলেজ স্কয়ারে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। এপিডিআর পুলিশি হুমকি ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেবলীনার কর্মসূচির প্রতি আন্তরিক সমর্থন ও সহমর্মিতা জানাচ্ছে।

এবং ঠিক একই সময়ে যখন ঝাড়গ্রামের সোনামুখী গ্রামের সাতজন ধর্ষিতা মহিলা প্রচণ্ড দুঃসাহসে প্রশাসনের কাছে হাজির হয়ে চিদাম্বরম-বুদ্ধের বড়ো সাধের যৌথবাহিনীর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ-সহ অত্যাচার, এমনকি ধর্ষণের অভিযোগ তুলছে, তখন পুলিশ নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে। এপিডিআর এই রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে যৌথ বাহিনীর, এবং সঙ্গে তাদের মদৎপুষ্ট সিপিআইএম-সংগঠিত হার্মাদবাহিনীরও গণস্বার্থবিরোধী অত্যাচার, নির্যাতন ও হুমকি ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও সবারই শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি
৮ জুলাই, ২০১০